বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

"শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি"

[১.৩] সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.০২.০০০০.০০১.৯৯.০৫৯.২১- ৯২৯১ তারিখঃ ২৩.১২.২০২১ খ্রী:।

নোটিশ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ১.৩ কার্যক্রম অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা আগামী ২৭-১২-২০২১ ইং তারিখ সোমবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় জুম প্লাটফর্মে (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি মহোদয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উল্লেখ্য জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে সভায় সম্মানিত ঠিকাদার, সাংবাদিকসহ অন্যান্য অংশীজনের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য বলা হলো।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত সভায় (জুম ID: 2776532755 এবং Passcode: abcde) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(বিভাগ), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(অঞ্চল) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী(জেলা)গণকে নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৬/১২/২০২১

(হাবিবুল আজিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ)
ও
সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা

সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

সদয় কার্যার্থে:

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ...এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী..... বিভাগ,.....।
৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী.....অঞ্চল, ...।
৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫) প্রকল্প পরিচালক ....., এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা: .....।
৭) উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা: ....., জেলা: .....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭।
www.lged.gov.bd\

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ কার্যক্রম অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে ২য় ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান
প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

সভার স্থানঃ জুম প্লাটফর্ম।
তারিখঃ ২৭/১২/২০২১খ্রিঃ
সময়ঃ সকাল ১০.৩০ টা

সভার আলোচনাঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলের মূল লক্ষ্য হল শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "স্বপ্নের সোনার বাংলা" গড়ার প্রত্যয়ে ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিদমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি অপরিহার্য কৌশল। সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি কার্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সময় মত অফিসে উপস্থিত হওয়া, নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা, সহকর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি শুদ্ধাচারের অংশ হিসাবে বিবেচিত যা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি মাঠপর্যায়ের প্রতিটি কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। এরপর তিনি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ) জনাব হাবিবুল আজিজকে অনুরোধ জানান।

সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব হাবিবুল আজিজ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ ও জেন্ডার) ও সদস্য সচিব বলেন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১.৩ কার্যক্রম অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভাটি জুম প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তর প্রধানকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে সকল গৃহীত ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্যতম।

অতঃপর তিনি জনাব মোহাঃ শরীফ উদ্দীন, শুদ্ধাচারের ফোকাল পার্সন ও নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত) কে সভার কার্যক্রম পরিচালনার আহবান জানান।

জনাব মোহাঃ শরীফ উদ্দীন উপস্থিত সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু এজেন্ডা রেখেছে। এজেন্ডাগুলো বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি দপ্তরে বেশ কিছু বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের একাউন্টিবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি নিশ্চিত করবে। সে লক্ষ্যে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এলজিইডি ৫টি টুলস বাস্তবায়ন করছে, যা আমাদের একাউন্টিবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি নিশ্চিত করবে। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে এলজিইডি'র যে সকল দপ্তর রয়েছে সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে আপনাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের বাধার সম্মুখিন হচ্ছেন কিনা বা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা আরো উন্নতকরণের লক্ষ্যে আপনাদের কোন পরামর্শ আছে কিনা এবং সেটা কিভাবে বাস্তবায়ন করলে উপজেলা পর্যায় হতে সদর

দপ্তর পর্যন্ত এলজিইডি তে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে সে বিষয়গুলো আজকের সভায় আলোচনা হবে। তিনি উল্লেখ করেন, একাউন্টিবিলিটি ও ট্রান্সপারেন্সি নিশ্চিতকরণের জন্য যে টুলস আছে সেগুলো হলোঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রাইট টু ইনফরমেশন (আরটিআই), সিটিজেন চার্টার, জিআরএস (গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম), ই-সার্ভিস ও সার্ভিস প্রসেস ইমপ্লিকেশন এবং আনুয়্যাল পার্ফমেন্স এগিমেন্ট (এপিএ)। উল্লেখিত টুলসগুলো থেকে আমাদের যারা Stakeholders আছেন তারা সঠিক সেবা পাচ্ছেন কিনা, কোন ধরনের বাধা আছে কিনা এবং বাধা উত্তরণের জন্য আপনাদের মুল্যবান পরামর্শ বা মতামত আজকের সভার মাধ্যমে জানতে চাই। অতঃপর তিনি সভাপতি'র দৃষ্টি আকর্ষন করে সভায় উপস্থিত সবাইকে উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানান।

প্রধান প্রকৌশলী, আজকের সভার আলোচ্য বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপনার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত) কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আলোচনায় যে ৫টি টুলসের কথা বলা হয়েছে তা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, এই পর্যায়ে আমরা আপনাদের কাছ থেকে কথা শুনতে চাই এবং পরামর্শ চাই। আমাদের কারণে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, বা অসুবিধাগুলো দূরীকরণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য আজকের Stakeholders সভা আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি উন্মুক্ত আলোচনার আহবান জানান।

জনাব মন্মথ রঞ্জন হালদার, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিভাগ জানান জিআরএস এক্টিভিটি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা সঠিকভাবে অবহিত নয়। সিস্টেমটির সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, সব অভিযোগ একজনের কাছে এসে জমা হচ্ছে এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে এ বিষয়ে লিংক করা হয়নি। সিস্টেম এনালিস্ট জনাব প্রশান্ত কুমার কবিরাজ'কে জানালে তিনি জানান বিষয়টি কেবিনেট থেকে সমন্বয় করা হয়। এ বিষয়ে ভার্চুয়াল মিটিং করে সকলকে অবহিত করতে হবে।

জনাব হাবিবুল আজিজ জানান, বিষয়টি কেবিনেট থেকে পরিচালনা করা হয়। তবে যতটুকু আছে তা দিয়ে কাজ করা যাবে। এ সংক্রান্ত জিআরএস ম্যানুয়েল তৈরী করা হয়েছে, যা একটি ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হবে।

জনাব সেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ জানান তিনি উপজেলা প্রকৌশলী, ঠিকাদার, সাংবাদিকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আমাদের দুরুত্ব তৈরী হচ্ছে। আগে এলজিইডি প্রকল্পে ইউপি চেয়ারম্যানদের কাছ থেকে স্কীমের প্রক্কলনের বিপরীতে স্থানীয় অনুদানের পর স্কীম গ্রহণ করা হতো। এখন আর সেটি হচ্ছে না। এই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলে জন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি পাবে। সাংবাদিকদের সাথে মিট দ্যা প্রেসের মাধ্যমে স্কিম সম্পর্কে জানাতে হবে। যা নেগেটিভ প্রচারনা কমাতে সাহায্য করবে।

অতঃপর জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা) জানতে চান, নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়সহ সকল উপজেলা কার্যালয়ে সিটিজেট চার্টার নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা। জবাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ জানান তার জেলার সকল কার্যালয়ে সিটিজেট চার্টার নিশ্চিত করা হয়েছে।
জনাব জয়নুল হক, সাংবাদিক, নারায়ণগঞ্জ বলেন, উন্নয়নমুলক কাজ বাস্তবায়নের সময় ঠিকাদারগণ কিছু তথ্যগত ভুলত্রুটি করে থাকেন। উন্নয়নমুলক কাজের সঠিক তথ্য না দেওয়ার কারণে কমিউনিটি গ্যাপ বাড়ছে। তিনি উল্লেখ করেন, এলজিইডি যে সকল উন্নয়নমুলক বাস্তবায়ন করছে তার তথ্য দিতে হবে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে হবে।
অতঃপর জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা) জানতে চান এলজিইডি, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে তাদের সার্বিক সম্পর্কটা কেমন। জবাবে তিনি বলেন, এলজিইডি, নারায়ণগঞ্জ এর সাথে তাদের সম্পর্ক বেশ ভালো।

জনাব মোঃ ইকরামুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, নোয়াখালী জানান, প্রায় মাসেই সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। দুদক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্কিমগুলো এড্রেস করে সমাধান করা হয়।

জনাব আকবর হোসেন সোহাগ, সাংবাদিক , বাংলাদেশ প্রতিদিন-নিউজ২৪ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এলজিইডি কর্তৃক রাস্তা, ব্রীজ, কালর্ভাট উন্নয়নের ফলে গ্রামীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ছোট রাস্তা, কালভার্ট এলজিইডি'র মাধ্যমে করলে ভাল হয়। গত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামত করতে হবে। নির্মান কাজে অভিযোগ পেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। উন্নয়ন চিত্র ধরে রাখার জন্য সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। স্কিম উদ্বোধনের সাংবাদিকদের জানাতে হবে। উন্নয়নমুলক কাজের প্রচারণা বাড়াতে হবে যাতে এলজিইডি'র সুনাম আরো বৃদ্ধি পায়।

জনাব মোঃ আলি আখতার হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ) বলেন, যে কোন কাজের শুরুতে একটা ডিসক্লোজার সভা করতে হবে যেন কাজটির স্পেসিফিকেশান,পরিমান ও গুনগতমান সম্পর্কে আগেই স্থানীয় জনগণকে অবহিত করতে পারি। যার ফলে স্থানীয় জনগণ কাজটির মনিটরিং করতে পারে। এতে কাজে গুনগতমান এবং স্বচ্ছতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

জনাব মোঃ ইনামুল কবীর , নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট জানান তারা নিয়মিত Stakeholders সভা করেন। এছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ কাজ কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে ঠিকাদারদের সাথে সভা করেছেন। তিনি জানান, পরবর্তী সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যানদের অংশগ্রহণের আহবান জানাবেন।

জনাব জাহিদ, দৈনিক ভোরের কাগজ জানান, সিলেটে ৮টি উপজেলা রয়েছে। প্রতি বছর প্রবল বন্যায় কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার রাস্তা ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক মেরামতে বিলম্ব না করে দ্রুত সময়ের মধ্যে করার আহবান জানান। তিনি সাংবাদিকদের সাথে ইন্টার‍্যাকশন বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন।

মেসার্স এস কন্সট্রাকশন এর স্বত্তাধীকারি জনাব শামীম আহমেদ, সিলেট বলেন, তিনি দীর্ঘ ২৫-বছর যাবৎ ঠিকাদারী কাজ করছি, আমরা প্রত্যন্ত এলাকায় অনেক কষ্ট করে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন করে উন্নয়নমুলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকি। তিনি সাংবাদিকদেরকে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন না করার আহবান জানান।

প্রধান প্রকৌশলী জানান, এখন উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পিআইও, বিএডিসি সহ অনেক সংস্থা উন্নয়নমুলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। বিধায় তিনি সাংবাদিকদেরকে কোন কাজের উপর নিউজ করার সময় কাজটি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সঠিক নাম উল্লেখ করার আহবান জানান। এ ব্যাপারে তিনি বলেন সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, যেন গ্যাপ কমে যায়।

জনাব মো: কামরুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি সকল কর্মকর্তা, ঠিকাদার, সাংবাদিক ও অধ্যাপক আলমগীর কবীর, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডা, খুলনা মহানগর সহ সভায় অংশ নিয়েছেন। তিনি জানান তার জেলার সকল কার্যালয়ে সিটিজেট চার্টার আছে বলে সভায় অবহিত করেন।

অধ্যাপক আলমগীর কবীর, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, খুলনা মহানগর, শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।তিনি জানান, নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃঙ্খলা ও তদন্ত) তার স্বাগত বক্তব্যে আজকের সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। তিনি খুলনা কোস্টাল এরিয়া হাওয়ায় উন্নয়ন বরাদ্দ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সদর দপ্তর পর্যায়ে মনিটরিং হাতে রেখে মাঠ পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। দুর্নীতি কমাতে জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ধরনের Stakeholders সভা সবার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা), সভায় অংশগ্রহণের জন্য অধ্যাপক আলমগীর কবীর কে ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, মাঠ পর্যায় থেকে সদর দপ্তর পর্যন্ত সকল স্তরে এ্যাকসেস রয়েছে, কোন বাধা নেই। মাননীয় মন্ত্রী, সিনিয়র সচিব সহ প্রধান প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে সভা করে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা

করেন। তিনি উল্লেখ করেন আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে যথাপোযুক্ত পরিকল্পনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। তিনি বলেন, মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি থাকায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মাঠ পর্যায়ে অনেকটাই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষে বিভাগীয় পর্যায়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও আঞ্চলিক পর্যায়ে তত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসনিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আরো কিভাবে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করা হবে। তিনি বলেন, সীমিত সম্পদের ভিতরেও উপকূলীয় এলাকায় বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, জনসম্পৃক্ততা বাড়লে কাজের গুনগতমান ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পায়।

জনাব মোঃ হানিফ, মেসার্স আলী ব্রাদার্স, মানিকগঞ্জ জানান, কাজের কোয়ালিটির ব্যাপারে আমরা সচেতন। তিনি, নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রেট বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব সুজন কুমার কর নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী জানান, কাজের শুরুতে ম্যানেজমেন্ট মিটিং আয়োজন করে কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়। তিনি জানান, তার জেলায় কোন কমপ্লেইন পেন্ডিং নাই।

জনাব আলামিন, সাংবাদিক, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, নীলফামারী প্রতিনিধি জানান, এলজিইডির সাথে কোন ধরণের গ্যাপ নেই।

জনাব মুহিব্বুল আরেফিন, সাংবাদিক, দৈনিক নিউ নেশন, রাজশাহী প্রতিনিধি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এলজিইডি যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করে তা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য তাদের কাছে প্রেরণ করতে হবে। তিনি বলেন, উপজেলা প্রকৌশলীদের কে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করা নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার হাওলাদার, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন ভবিষ্যতে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় বাড়ানো হবে।
জনাব এ.কে.এম আমিরুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জানান, নিয়মিত ঠিকাদারসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে করে, তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ইট নিয়ে মিটিং করা হয়েছে। তিনি জানান, চট্টগ্রামে জমির দাম বেশী হওয়ায় জমি সংক্রান্ত জটিলতা আছে। জমি ছাড়া বড় ধরণের কোন সমস্যা নেই।
ঠিকাদার জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, মেসার্স মনির, চট্টগ্রাম, জানান, কারিগরি জনবলের ঘাটতি রয়েছে। কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য নজরদারী বাড়ানোর কথা বলেন।

অধ্যাপক বারী, টিআইবি, গাজীপুর প্রতিনিধি শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। শুদ্ধাধারের মূল বিষয়ই হলো আরটিআই (রাইট টু ইনফরমেশন)। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন হলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে রূপকল্প ৪১ বাস্তবায়ন করা যাবে। এ বিষয়ে গাজীপুর নির্বাহী প্রকৌশলী অনেক আন্তরিক। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন পজিটিভলি দেখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করতে দুর্নীতমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি বলেন, স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ বাড়ালে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাবে।

দৈনিক ইনকিলাব, কুমিল্লা প্রতিনিধি ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, নিয়মিত মিট দ্য প্রেস আয়োজন করলে ভাল হয়। তিনি বলেন, সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগনকে জানানোর জন্য সাংবাদিকদের সাথে দূরুত্ব কমাতে হবে।

প্রধান প্রকৌশলী সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা তৃতীয় নয়ন। এলজিইডি নেগেটিভ নিউজ ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিতের চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে ঠিকাদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে চেষ্টা চলছে। জনদূর্ভোগ কমাতে উন্নয়নমূলক কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে ঠিকাদারদের অনুরোধ

করে যাচ্ছে। এলজিইডি'র চ্যাট বক্স ওপেন আছে, কেউ কোন ধরণের অভিযোগ/পরামর্শ প্রদান করতে প্রধান প্রকৌশলীসহ ফোকাল পার্সনের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারবেন।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৩/১২/২০২১
(মোঃ আব্দুর রশীদ খান)
প্রধান প্রকৌশলী
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
ফোনঃ ৫৮১৫২৮০২
ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

বিতরণ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সকল) ....বিভাগ, জেলা: ....।
২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল).................................অঞ্চল, জেলা: ....।
৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা: ....।

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মানব সম্পদ উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন এবং শৃংখলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মানব সম্পদ, পরিবেশ ও জেন্ডার), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রেষণে) (অডিট), Program for Supporting Rural Bridges (SupRB), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৮) নির্বাহী প্রকৌশলী (শৃংখলা ও তদন্ত), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৯) নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও গবেষণা), এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।